৯

বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা

Investment Management

ব্যাংক ধার করা অর্থের ধারক ও গ্রাহক। ব্যাংক যেহেতু জনগনের আমানতকৃত অর্থ নিয়ে ব্যবসা করে সেহেতু ব্যাংককে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তহবিলের ব্যবহার করতে হয়। ব্যাংকের তহবিল ব্যাংক চাইলে ঋণ হিসেবে প্রদান করে কিংবা বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। অন্যান্য ব্যবসায়ের মত ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য সম্পদ সর্বাধিকরণ। সম্পদ সর্বাধিকরণ লক্ষ্য তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে। তারল্য ব্যবস্থাপনা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দায় ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে ব্যাংক ব্যবসায়ের বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনাও জড়িত। এ ইউনিটে ব্যাংক কীভাবে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা করে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এছাড়াও সিকিউরিটি বিনিয়োগের উৎপত্তি থেকে শুরু করে বিনিয়োগের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোকপাত করা হবে যা সহজে ব্যাংকের বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধারনা পেতে সহায়তা করবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ : সিকিউরিটি বিনিয়োগের উৎপত্তি
পাঠ-৯.২ : ব্যাংক বিনিয়োগের অর্থ
পাঠ-৯.৩ : ব্যাংক বিনিয়োগের উদ্দেশ্য
পাঠ-৯.৪ : ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি
পাঠ-৯.৫ : বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাইয়ে বিবেচ্য বিষয়
পাঠ-৯.৬ : বিনিয়োগ কৌশল

পাঠ-৯.১ সিকিউরিটি বিনিয়োগের উৎপত্তি

Emergence of Security Investment

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সিকিউরিটি বিনিয়োগের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- সিকিউরিটি বিনিয়োগ জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা। ব্যাংক সমূহ জনগনের নিকট হতে স্বল্পসুদে আমানত গ্রহণ করে এবং উক্ত আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ সংরক্ষণ করে বাকি অংশ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত সুদ এবং আমানতকারীদের প্রদত্ত সুদের পার্থক্যই হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুনাফা। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সাধারনত ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত ছিলো। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে ঋণ প্রদান করা তাদের জনপ্রিয় কার্যক্রম ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ব্যাংকগুলো সিকিউরিটির সাথে জড়িত ফটকা ব্যবসায়ী, ডিলার, ভোক্তা, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীকেও অর্থায়ন করে থাকে। সাধারনত বন্ড ও সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ ব্যাংকের প্রাথমিক ব্যাংকিং কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না কিন্তু গ্রাহকদেরকে প্রদত্ত ঋণের পরিমান কম হলে বা গ্রাহকের ঋণের চাহিদা কম হলে ব্যাংক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে। স্বেচ্ছায় তারল্যকৃত বানিজ্যিক ঋণ গুলো এ ধারনার পরিবর্তন করতে লাগলো। যেসব সরকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত, যুদ্ধ কালীন এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রণাঙ্গন সামগ্রী, যুদ্ধাস্ত্র এবং বিশেষায়িত স্থাপনা নির্মাণের জন্য তাদের প্রচুর সরকারি ঋণের প্রয়োজন হতো। অন্যদিকে যুদ্ধের কারণে বাণিজ্যিক এবং শিল্প পণ্যের চাহিদা কমতে লাগল যা বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে প্রচুর উদ্ধৃত্ত অর্থ জমাতে সহায়তা করেছিলো। এ কারণে একদিকে সরকারি ঋণের চাহিদা বেড়েছিল এবং প্রচুর অব্যবহৃত তহবিল বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে থাকার কারণে ব্যাংকগুলো সরকারি সিকিউরিটি গুলোতে বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো। তাছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য ধারনার একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছিলো তহবিলের ব্যবহার পরিবর্তনের মাধ্যমে। পরিবর্তনকৃত তহবিল প্রকৃত পক্ষে একটি তৎক্ষনাৎ বিক্রয়কৃত সম্পদে পরিবর্তিত হয়েছিলো। যেহেতু সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ ঋণের চেয়ে অধিক তরলযোগ্য এবং বিক্রয়যোগ্য, এই ধারনার মাধ্যমে শেয়ার এবং সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকে অন্যান্য সম্পদের চেয়ে উত্তম ব্যাংক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয়েছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও কর্পোরেট ঋণের চাহিদা কম থাকায় সরকার সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করেছিল। তখন ব্যাংকের পোর্টফোলিওতে কর্পোরেট সিকিউরিটি বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গিয়েছিলো যা কর্পোরেট বন্ডের মাধ্যমে স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অধিকাংশ ব্যাংকই সাধারন সময়েও সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা শুরু করে দিয়েছিলো। কিন্তু কিছু নিয়ন্ত্রণের বাধ্যবাধকতা এবং ঝুঁকির বহুমুখীতা নীতির কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ তাদের তহবিলের একটি নির্দিষ্ট অংশ সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে থাকে।

সারসংক্ষেপ :

বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলত ঋণ প্রদান করেই মুনাফা অর্জন করে থাকে। কিন্তু গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কম হলে বা ঋণের চাহিদা কম থাকলে ব্যাংক বিনিয়োগ করে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে আজ অবধি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে সরকারের ঋণ চাহিদা, বাণিজ্যিক ও শিল্প ঋণের স্বল্প চাহিদা এবং বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোর হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ সিকিউরিটি বিনিয়োগের উদ্ভবের অন্যতম কারণ।

পাঠ-৯.২ ব্যাংক বিনিয়োগের অর্থ

What is meant by Bank Investment?

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক বিনিয়োগ কী তা বলতে পারবেন;
- ব্যাংক বিনিয়োগের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- বিনিয়োগ ও ব্যাংক বিনিয়োগের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যাংকসমূহ ঋণ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকের তহবিল ব্যবহার করে থাকে। ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে গ্রাহককে অর্থ প্রদান করে এবং পরবর্তীকালে সেখান থেকে সুদ আদায় করে থাকে। অন্যদিকে ব্যাংকের যদি উদ্বৃত্ত তহবিল থাকে তখন ব্যাংকগুলো অর্থ বাজার কিংবা পুঁজি বাজারের বিভিন্ন সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে এবং সেখান থেকে লভ্যাংশ কিংবা বোনাস শেয়ার পেয়ে থাকে। ব্যাংক বিনিয়োগ কী তা জানার পূর্বে আমাদেরকে বিনিয়োগ কী তা জানতে হবে। বিনিয়োগ বলতে বর্তমান ভোগ বিলম্বিত করে ভবিষ্যতে প্রতিদান পাওয়ার আশায় তহবিল খাটানো বোঝায়। নিম্নে বিভিন্ন মনীষী প্রদত্ত বিনিয়োগের সংজ্ঞা প্রদান করা হলোঃ

Dictionary of Banking & Finance অনুসারে, "Investment is the use of money for the purpose of making more money to gain income or increase in capital or both" অর্থাৎ বিনিয়োগ হলো অর্থ উপার্জন বা মূলধন বা উভয় বৃদ্ধি করার জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে অর্থের ব্যবহার।

E.W. Reed এর মতে "The term investment is used to include those funds both public and private, for relatively long period of time with the objective of earning income" অর্থাৎ বিনিয়োগ শব্দটি অর্থ উপার্জনের লক্ষ্য নিয়ে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উভয় তহবিল অন্তর্ভূক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

Charles P. Jones এর মতে "An investment can be defined as the commitment of funds to one or more assets that will be held over some future time period অর্থাৎ ভবিষ্যতের কোন মেয়াদ কালে এক বা একাধিক সম্পদে তহবিল খাটানোকে বিনিয়োগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

Zvi Bodie, Alex Kane এবং **Alan J Marcus** এর মতে “An investment is the current commitment of money or other resources in the expectation of reaping future benefits.” অর্থাৎ বিনিয়োগ হচ্ছে ভবিষ্যত লাভের প্রত্যাশায় বর্তমান অর্থ কিংবা অন্যান্য সম্পদ খাটানো।

সুতরাং ব্যাংক বিনিয়োগ বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের তহবিলের কিছু অংশ অর্থ বাজার কিংবা পুঁজি বাজারের বিভিন্ন সিকিউরিটিতে নিয়োজিত করা। ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ব্যাংক অর্থ উপার্জন বা মূলধনের বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। ব্যাংকের বিনিয়োগ স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী হয়ে থাকে যা ব্যাংক সমূহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিনিয়োগ যে ব্যাংকের অর্থ উপার্জনের একটি উৎস হয়ে উঠবে তা ধারনাতীত ছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ অবধি ব্যাংকের বিনিয়োগ ব্যাংকের অর্থ উপার্জন এবং মূলধন বৃদ্ধির একটি অন্যতম উৎস হিসেবে প্রত্যেক ব্যাংকের নিকট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

সারসংক্ষেপ :

অর্থ উপার্জন বা মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থের ব্যবহার যা বর্তমান ভোগ বিলম্বিত করে করা হয় তাকে বিনিয়োগ বলে। ব্যাংক বিনিয়োগ বলতে তহবিলের একটি নির্দিষ্ট অংশ ব্যাংক অর্থ উপার্জন বা মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থ কিংবা পুঁজি বাজারে নিয়োজিত করাকে বোঝায়। ব্যাংকের বিনিয়োগ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী হতে পারে। ব্যাংক সমূহ ঋণ ও বিনিয়োগের মাধমে তহবিল ব্যবহার করে থাকে।

পাঠ-৯.৩ ব্যাংক বিনিয়োগের উদ্দেশ্য

Objectives of Bank Investment

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক কেন বিনিয়োগ করে থাকে তা বলতে পারবেন; এবং
- ব্যাংক বিনিয়োগের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা অধিকাংশ ব্যাংকেরই প্রচলিত পদ্ধতি। ঋণ কার্যক্রম ছাড়া ব্যাংক বিনিয়োগ ও বর্তমানে অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্রত্যেকটি ব্যাংক যে সমস্ত কারণে বিনিয়োগ করে থাকে সেগুলো হলোঃ-

১. **শেয়ার হোল্ডারদের সম্পদ সর্বাধিকরন (Maximization of the wealth of shareholder):** মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারদের সম্পদ বৃদ্ধি করা প্রত্যেকটি ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। শেয়ার হোল্ডারদের সম্পদ সর্বাধিকরনের অন্তরায় হচ্ছে ঋণের ঝুঁকি। সুতরাং ব্যাংক মুনাফা অর্জনের জন্য এবং শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য ঋণ যোগ্য তহবিলের কিছু অংশ বিনিয়োগ করার মাধ্যমে ঝুঁকি কমাতে চায়।

২. **ঝুঁকির বৈচিত্র্যকরন (Diversification of risk):** শুধুমাত্র গ্রাহককে ঋণ প্রদান করে ব্যাংকের তহবিল ব্যবহার করা ব্যাংকের জন্য বিপদজনক হতে পারে কারণ তা ঋণের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে থাকে। ব্যাংক গুলো নাম করা ও বিখ্যাত কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ঋণ বা দায় সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করতে পারে যা ব্যাংকের ঋণের ঝুঁকি বৈচিত্র্যকরণ বা বহুমুখীকরনের মাধ্যমে ব্যাংকের তহবিলকে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে।

৩. **অতিরিক্ত/ সমর্থিত আয় (Additional/Supporting income):** ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস হলো প্রাপ্ত সুদ, কমিশন, চার্জ ও ফি সমূহ। অন্যদিকে, লভ্যাংশ বা সিকিউরিটি ক্রয় থেকে আয়, বোনাস শেয়ার এবং মূলধনের বৃদ্ধিকে বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা ব্যাংকের চিরাচরিত আয়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থাকে অনেক বেশি শক্তিশালী করে থাকে।

৪. **সম্পূরক তারল্যের উৎস (Source of supplementary liquidity)**: প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক রিজার্ভ হলো ব্যাংক তারল্যের প্রচলিত উৎস। কিন্তু কোন কারনে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক রিজার্ভ যদি তারল্যের চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত না হয় তবে ব্যাংককে তারল্য ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিনিয়োগকে তারল্যের তৃতীয় উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয় যা ব্যাংকের জন্য সম্পূরক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৫. **কর দায় হ্রাসকরন (Reducing tax liability):** ঋণ থেকে প্রাপ্ত আয় সব সময় করযোগ্য। করের হার আয়ের স্তর অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। এ অবস্থায় ব্যাংকগুলো কর মুক্ত বা কর অবকাশ প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের শেয়ার, বন্ড, এবং ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ করতে পারে যা ব্যাংককে তাদের করের পরিমাণ হ্রাস করতে সহায়তা করে।

৬. **দক্ষ পোর্টফোলিও গঠন (Creation of efficient portfolio):** ব্যাংক বিনিয়োগের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দক্ষ পোর্টফোলিও গঠন। দক্ষ পোর্টফোলিও বলতে এমন পোর্টফোলিওকে বুঝায় যা নির্দিষ্ট ঝুঁকিতে সর্বোচ্চ আয় কিংবা নির্দিষ্ট প্রত্যাশিত আয়ের জন্য ন্যূনতম ঝুঁকির ব্যবস্থা করে।

৭. **মূলধনের নিরাপত্তা (Safety of capital):** ব্যাংক বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বিনিয়োগকৃত তহবিল অর্থাৎ মূলধনের নিরাপত্তা প্রদান করা। মূলধনের নিরাপত্তা বলতে মূলধন অটুট থাকা কিংবা হ্রাস না যাওয়াকে বোঝায়। যখনই মূলধনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে তখনই কেবল অন্যান্য উপাদান যেমন আয় কিংবা সম্পদের মূল্যের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হবে।

৮. **বাজার যোগ্যতা (Marketability):** ব্যাংক বিনিয়োগ ব্যাংকের পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনাকে নমনীয়তা প্রদান করে। ব্যাংক যে সমস্ত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে তা সহজে বাজারে বিক্রয়যোগ্য। অ-তালিকা ভূক্ত এবং সাধারন সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ হলে তা ভোগান্তি বৃদ্ধি করে, তাই ব্যাংক বিনিয়োগের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নামকরা এবং বিখ্যাত কোম্পানির সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা যা সহজে বাজারে বিক্রয় করা যায় অর্থাৎ যার বাজার যোগ্যতা আছে।

সারসংক্ষেপ :

ব্যাংকসমূহ ঋণ প্রদান করার পাশাপাশি বিনিয়োগের মাধ্যমে তহবিলের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে। ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বাধিকরন, ঝুঁকির বৈচিত্র্যকরন ও অতিরিক্ত আয় অর্জন করা সম্ভব। ব্যাংক বিনিয়োগ সম্পূরক তারল্যের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। ব্যাংক বিনিয়োগ কর দায় হ্রাসকরন, দক্ষ পোর্টফোলিও গঠন, মূলধনের নিরাপত্তা ও বাজারজাতকরন যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

পাঠ-৯.৪ ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি

Bank's Investment Policy

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি কী তা বলতে পারবেন;
- লিখিত বিনিয়োগ নীতি কেন গুরুত্বপূর্ণ তা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- বিনিয়োগ নীতি প্রণয়নে কী কী উপাদান বিবেচনা করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রত্যেকটি ব্যাংকের সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি বিনিয়োগ নীতি প্রণয়নের কাজ করে থাকে। এ নীতি সমূহ ব্যাংকের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে যা ব্যাংকের আয়ের হার ও ঝুঁকির উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ যেহেতু অব্যক্তিক ঋণ যা সহজে ক্রয় ও বিক্রয় করা যায় সেহেতু তা ব্যাংকের তারল্য, ঋণ ঝুঁকি হ্রাস,আয়ের সংবেদনশীলতা অথবা স্থিতিকাল ব্যবধান লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়তা করে। বিনিয়োগ নীতি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে চিহ্নিত করে, বিনিয়োগের মেয়াদ কাল, গুণগত মানের রেটিং এবং বিনিয়োগ কৌশলগুলোকে নির্ধারণ করে থাকে। বিনিয়োগ করার পূর্বে যদি সঠিক নির্দেশনা না থাকে এবং বিনিয়োগের প্রতিষ্ঠিত নির্দেশনা না থাকে তবে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে এবং সিদ্ধান্তের দোদুল্যমানতা বেড়ে যেতে পারে। ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি লিখিত বা মৌখিক হতে পারে কিন্তু অনেক ব্যাংক কর্মকর্তা মনে করেন লিখিত বিনিয়োগ নীতি নির্ভরযোগ্য নয়। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় অথবা অন্য কোন পরিবর্তন লিখিত বিনিয়োগ নীতিকে অকার্যকর করে দেয়। কিন্তু এ ধারনা ঠিক নয় কারণ উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে লিখিত বিনিয়োগ নীতি পরিবর্তন করা যায়। লিখিত বিনিয়োগ নীতি যে সকল কারণে গুরুত্বপূর্ণ তা হলোঃ

১. বিনিয়োগ পোর্টফোলিও এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রতিবন্ধকতা সমূহ সুস্পষ্ট ভাবে দেয়া থাকে।
২. ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অবগত থাকে।
৩. বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতির ধারাবাহিকতা সম্পর্কে জানা যায়।
৪. ব্যাংকের বিনিয়োগের কর্মদক্ষতা ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

বিনিয়োগ নীতি লিখিত আকারে থাকলেও তা নমনীয় হওয়া ভালো এবং বিনিয়োগের পরিমাণ এবং সময় নমনীয় হওয়া প্রয়োজন কারণ অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। একটি কার্যকরী এবং প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন করার সময় কিছু উপাদান বিবেচনা করতে হয় যা সাধারনত ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) সাধারন উপাদান। (খ) নীতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কিত উপাদান।

(ক) সাধারন উপাদান (Genaral factors)ঃ বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন করার সময় সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি যে সমস্ত সাধারন উপাদান সমূহ বিবেচনা করে থাকে তা হলোঃ

১. বিনিয়োগের লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
২. বিনিয়োগ প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিকতা তুলে ধরা।
৩. তারল্য কৌশলে বিনিয়োগের স্থান নির্ধারণ করা।
৪. বিনিয়োগ যোগ্য তহবিলের আকার নির্ধারণ ।
৫. বিভিন্ন খাত-ওয়ারী বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ।
৬. বিনিয়োগে মেয়াদের সংমিশ্রণ।
৭. প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বিনিয়োগ কৌশল প্রণয়ন।
৮. বিনিয়োগ নৈতিকতার নির্দেশনা প্রণয়ন ।
৯. সামগ্রিক বিনিয়োগ কৌশলের রূপ রেখা ঠিক করা।
১০. বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৌশল প্রণয়ন ।
১১. বিনিয়োগের ধরণ বিভাজন ।
১২. নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্য চূড়ান্ত করা।
১৩. বিনিয়োগ ও তারল্যের মাঝে সমন্বয় সাধন করা।
১৪. বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বহুমুখী করন বা বৈচিত্র্য করনের নীতিমালা প্রস্তুত করা।

(খ) নীতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কিত উপাদান (Policy & procedure related factors)ঃ বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন একটি পর্যায় ক্রমিক কার্যক্রম। বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন করার সময় সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি নীতি ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যেসব উপাদান সমূহ বিবেচনা করে তা হলোঃ

১. বিনিয়োগের প্রাসঙ্গিক নীতিমালা ও প্রবিধান সমূহ একত্রিত করা।
২. বিনিয়োগের তথ্য সমূহ সংগ্রহ করার কৌশল প্রণয়ন ।
৩. বিনিয়োগ লেনদেনের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ।
৪. সম্ভাব্য বিনিয়োগ ক্ষতি থেকে উদ্ধারের জন্য রিজার্ভ গঠন করা।
৫. সুদের হার পরিবর্তনের জন্য পূর্বাভাসকৃত কৌশল প্রণয়ন ।
৬. বিনিয়োগের ধরণ অনুযায়ী কর দায়ের পরিমাণ নির্ধারণ।
৭. বিনিয়োগের সাধারন আকার নির্ধারণ।

৮. বিনিয়োগ পোর্টফালিও নির্ধারণ।

৯. বিনিয়োগের ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয়।

১০. বিনিয়োগ যোগ্য সিকিউরিটিজ বিশ্লেষণের ধাপ নির্ধারণ।

১১. বিনিয়োগের তথ্য ডকুমেন্টেশন করা।

১২. বিনিয়োগের সকল তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ করা।

১৩. বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্জন।

১৪. বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাদের কাজের ধরণ ও বিবরণ নির্ধারণ।

উপযুক্ত উপাদান সমূহ যদি বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন করার সময় বিবেচনা করা হয় তবে বিনিয়োগ নীতি হবে কার্যকর ও সফল। বিনিয়োগের পরিমাণ, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য, বিনিয়োগের কৌশল, বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাদের কাজের পরিধি, দায়িত্ব, কতর্ব্য ও ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে বিনিয়োগ নীতিতে ব্যক্ত করতে হবে। ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য সম্পদ সর্বাধিকরনে বিনিয়োগ নীতি সহায়তা করে থাকে।

সারসংক্ষেপ :

ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি সাধারণত সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রণয়ন করেন। ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতিতে বিনিয়োগের লক্ষ্য, পরিমাণ, মেয়াদ ও কৌশল উল্লেখ করা থাকে। ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতি মৌখিক কিংবা লিখিত হতে পারে। মৌখিক বিনিয়োগ নীতির চেয়ে লিখিত বিনিয়োগ নীতি বিভিন্ন কারনে গুরুত্বপূর্ণ। একটি কার্যকর ও সফল বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন করার সময় সধারন এবং নীতি ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত উপাদান সমূহ বিবেচনা করা উচিত।

পাঠ-৯.৫ বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাইয়ে বিবেচ্য বিষয়

Considerations of Selecting Investment Porffolio

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাইয়ের বিবেচ্য বিষয় সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সিকিউরিটি পোর্টফোলিও বাছাইয়ের সাধারণ উপাদান সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- সিকিউরিটি পোর্টফোলিও বাছাইয়ে ঝুঁকি সংক্রান্ত উপাদান গুলো কী কী তা বলতে পারবেন ।

যে সমস্ত বিনিয়োগ পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করলে ক্ষতি হবে, সেসব জায়গায় বিনিয়োগকারী কর্মকর্তার বিনিয়োগ করা উচিত নয়। বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাকে বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাই করার সময় বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের লাভ এর দিকে খেয়াল রাখতে হয়। যদি বিনিয়োগ হতে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হতো কিন্তু বিনিয়োগকারী কর্মকর্তার অবহেলার কারণে ব্যাংক বিনিয়োগ করতে না পারে তবে তার জন্য বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাই দায়বদ্ধ থাকবে। ব্যাংকের বিনিয়োগকারী ব্যবস্থাপককে সিকিউরিটি নির্বাচন করার সময় কিছু নির্দিষ্ট দিক বিবেচনা করতে হয়। ব্যাংক ব্যবস্থাপকের সকল সম্ভাব্য নিয়ামকের তুলনামূলক উপকারিতা বিবেচনা করা উচিত এবং প্রত্যেকটি নিয়ামককে বিনিয়োগের সু-পরিকল্পিত মুনাফা যোগ্য এবং নিরাপদ পোর্টফোলিওতে স্থান দেয়া উচিত। সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় একটি জটিল বিশেষায়িত কাজ যা অনভিজ্ঞদেরকে অনেক সময় বিপদে ফেলে দেয়। একজন ধূর্ত বা চালক ট্রেডার সুবিধাজনক শেয়ার বা বন্ড ক্রয় এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি করতে পারে এবং সাথে সাথে বিনিয়োগের সাথে জড়িত ঝুঁকিও কমিয়ে দিতে পারে। আমরা যখন ব্যাংক তহবিলের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করব তখন আমরা ব্যাংকের ঋণের সাপেক্ষে বিনিয়োগের সুবিধা বিবেচনা করব কেবল বিনিয়োগের দিক বিবেচনা করব না। ব্যাংকের সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা সিকিউরিটি পোর্টফোলিও বাছাইয়ে যেসব উপাদান সমূহ বিবেচনা করে তা হলো:

বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাইয়ের উপাদান সমূহ

সাধারন উপাদান সমূহ (General factors)

১. প্রত্যাশিত প্রতিদানের হার
২. কর
৩. জামানত
৪. গুণগত মান
৫. মেয়াদ
৬. মূলধনের পর্যাপ্ততা
৭. বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের পরিমাণ
৮. বাজারজাতকরন যোগ্যতা
৯. মুদ্রা ও মূলধন বাজারের কাঠামো
১০. সর্বমোট ঋণের পরিমান
১১. আমানতের স্থায়ীত্ব ও
১২. বৈচিত্র্যকরন।

ঝুঁকি সংক্রান্ত উপাদান সমূহ (Risk related factors)

১. প্রতিদান হারের ঝুঁকি
২. পরিশোধজনিত ঝুঁকি
৩. ব্যবসায় ঝুঁকি
৪. তারল্য ঝুঁকি ও
৫. মুদ্রাস্ফীতি

(ক) সাধারন উপাদান সমূহ (General factors)ঃ বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাই করার সময় একজন বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাকে যেসব উপাদান সমূহ বিবেচনা করতে হয় তা হলোঃ

১. **প্রত্যাশিত প্রতিদানের হার (Expected rate of return)ঃ** ব্যাংকের মুনাফা পরিকল্পনা অনুযায়ী বিনিয়োগ কারী কর্মকর্তাকে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ মূল্যায়ন করতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সবসময় একরকম থাকেনা। অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক, মন্দা, সম্প্রসারণের সময় সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করলে সম্ভাব্য কত প্রতিদানের হার পাওয়া যেতে পারে তা বিবেচনা করতে হবে। শক্তিশালী বিনিয়োগ নীতি আমানত ও বিনিয়োগের মেয়াদ নিয়ে কাজ করে। উদ্বায়ী আমানত গুলোকে ঝুঁকিহীন সিকিউরিটিজে যা স্বল্পমেয়াদে বিনিয়োগ করা যেতে পারে আর স্থিতিশীল আমানতকে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

২. **কর (Tax)ঃ** সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করার একটি অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো কর অব্যাহতি যা রাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয় সরকার প্রদান করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ অবধি কর অব্যাহতির কারণে সিকিউরিটি বিনিয়োগ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেছে। ব্যাংক ব্যবস্থাপককে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে করের বিষয়টি খেয়াল রাখতে হয়। করের দিক বিবেচনা করে কোন ভাবেই গুণগত মান এবং বাজারজাতকরন যোগ্যতার ঝুঁকিকে উপেক্ষা করা যাবে না।

৩. **জামানত (Collateral)ঃ** সবধরনের বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বা আর্থিক সিকিউরিটিজ জামানত যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। সুতরাং বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাকে বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাই করার সময় ঋণ সিকিউরিটিজের জামানত যোগ্যতাকে বিবেচনা করতে হবে।

৪. **গুণগতমান (Quality)ঃ** ব্যাংক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজের গুণগত মান যাচাই করতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে মুডি'স (Moody's) ও এস এন্ড পি (S & P) সূচকের প্রথমদিকের চারটির র‍্যাংকিংকে গুণসম্পন্ন বিনিয়োগ বলে। গুণগতমান বিবেচনা করে বাংলাদেশেও বিভিন্ন ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি যেমন: CRAB (ক্র্যাব), CRISL (ক্রিসল) বিভিন্ন কোম্পানিকে ক্রেডিট রেটিং প্রদান করে। Moody's, S & P ও Fitch প্রদত্ত রেটিং গুলো হলো:

Grade (গ্রেড)	Moody's	S & P	Fitch
Prime	Aaa	AAA	AAA
High Grade	Aa1	AA+	AA+
	Aa2	AA	AA
	Aa3	AA-	AA-
Upper Medium Grade	A1	A+	A+
	A2	A	A
	A3	A-	A-
Lower Medium Grade	Baa1	BBB+	BBB+
	Baa2	BBB	BBB
	Baa3	BBB-	BBB-

Non- Investment Grade (Speculative)	Ba1	BB+	BB+
	Ba2	BB	BB
	Ba3	BB-	BB-
Highly Speculative	B1	B+	B+
	B2	B	B
	B3	B-	B-

	Moody's	S & P	Fitch
Substanstial Risks	Caa1	CCC+	CCC+
	Caa2	CCC	CCC
	Caa3	CCC-	CCC-
Extremely Speculative	Ca	CC	CC
In default with little prospect for recovery			C
		SD	RD
In Default	C	D	D
			DD
			DDD
Not Rated		WR	NR

একজন বিনিয়োগকারী ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি প্রদত্ত রেটিং দেখে বিনিয়োগ করবে।

৫. **মেয়াদ (Maturity)ঃ** তহবিলের অবস্থা, তারল্যের অবস্থা, এবং সুদ আয়ের সম্ভাবনা বিবেচনা করে বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা সিকিউরিটির মেয়াদ নির্ধারণ করবেন। অন্যথায় ব্যাংককে বিনিয়োগ হতে স্বল্প আয়ের জন্য তারল্য সংকটে পড়তে হবে। সিকিউরিটির মেয়াদের ওপর ঋণের গুণগত মান নির্ভর করে।

৬. **মূলধনের পর্যাপ্ততা (Adequacy of Capital)ঃ** প্রত্যেকটি ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ সংরক্ষণ করতে হয়। তাছাড়া অনাকাঙ্খিত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যাংককে জনগন এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে পর্যাপ্ত

মূলধন দেখাতে হয়। যদিও ব্যাংক উচ্চ রেটিং সম্পন্ন ও গুণসম্পন্ন সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে তবুও ঋণের কিছু ঝুঁকি থেকে যায় যা ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী দায়বদ্ধতা নির্দেশ করে। ব্যাংকের মূলধনের স্থিতির ওপর এসব সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ নির্ভর করে।

৭. **বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের পরিমাণ (Amount of investable fund)ঃ** তারল্য এবং রিজার্ভের চাহিদা মেটানোর পর ব্যাংক বিনিয়োগযোগ্য তহবিল নির্ধারণ করে। বিনিয়োগ পোর্টফোলিও নির্বাচনের সময় বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের পরিমাণ বিবেচনা করতে হয়।

৮. **বাজারজাত করন যোগ্যতা (Marketability)ঃ** বাজারজাতকরন যোগ্যতা তারল্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কত তাড়াতাড়ি সিকিউরিটি বিক্রয় করা যাবে ও ভাল দামে বিক্রয় করা যাবে তা বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাইয়ের একটি অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাকে ঐ সমস্ত সিকিউরিটিজ বাছাই করতে হবে যার বাজারজাতকরন যোগ্যতা ভালো।

৯. **মুদ্রা ও মূলধন বাজারের কাঠামো (Structure of money market and capital market)ঃ** মুদ্রা ও মূলধন বাজার সংগঠিত না হলে সিকিউরিটিজে ক্রয়-বিক্রয় করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে। তাই একজন বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় বাজারের সার্বিক অবস্থা ও কাঠামো বিবেচনা করে।

১০. **মোট ঋণের পরিমান (Total credit amount)ঃ** ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ এবং ঋণের সাথে জড়িত ঝুঁকির বিষয় মাথায় রেখে বিনিয়োগের আকার নির্ধারণ করা উচিত। ঋণের ঝুঁকি যত বেশী হবে, অধিক গুণ সম্পন্ন সিকিউরিটিতে তত বেশী বিনিয়োগ করতে হবে।

১১. **আমানতের স্থায়ীত্ব (Stability of deposit)ঃ** আমানত ব্যাংকের জন্য দায়। স্থায়ী আমানত অস্থায়ী আমানতের চেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ। আমানতের পরিমাণ যত বেশী হবে, মুনাফা তত বেশী হবে। কিন্তু আমানত যেহেতু ঝুঁকিযুক্ত সেহেতু ব্যাংক এ সমস্ত বিনিয়োগে আগ্রহী হয় না।

১২. **বৈচিত্র্যকরন(Diversification)ঃ** পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো প্রণোদিতভাবে বিভিন্ন সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধন অথবা আয় হারানোর ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ডিজাইন করা। এতে কোন একটি সিকিউরিটির বাড়তি ঝুঁকি অন্য গুলোর দ্বারা বাতিল হয়। বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাইয়ে অবশ্যই বৈচিত্র্য করনের নীতি নিয়ে ভাববেন।

(খ) ঝুঁকি সংক্রান্ত উপাদান সমূহ (Risk Factors to be considered)ঃ

১. **প্রতিদান হারের ঝুঁকি (Risk of rate of return)ঃ** ভবিষ্যত অনিশ্চিত। একজন বিনিয়োগকরী কর্মকর্তাকে পোর্টফোলিও নির্ধারণ করার সময় দায় সিকিউরিটিজের সুদের হার বিশ্লষণ করতে হয়। কর্মকর্তাকে অবশ্যই নির্ধারণ করতে হয় ডিবেঞ্চার হতে কত সুদ আয় পাওয়া যাবে এবং এই ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ কত ঝুঁকি পূর্ণ হবে। ডিবেঞ্চারে সুদের হারের হ্রাস-বৃদ্ধি অত্যন্ত সাবধানতার সাথে বিবেচনা করতে হবে।

২. **পরিশোধ জনিত ঝুঁকি(Repayment risk)ঃ** ব্যাংক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগযোগ্য তহবিল ফেরত পাওয়ার জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করে। ব্যাংক বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাকে এই ঝুঁকি মাথায় রেখে বিনিয়োগ পোর্টফোলিও গঠন করতে হয়।

৩. **ব্যবসায় ঝুঁকি (Business risk)ঃ** দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সাথে ব্যবসায়ের ঝুঁকি নির্ভর করে। ব্যবসায়ের ধরণ, ব্যবসায়ের প্রকৃতি, ব্যবসায়িক ঝুঁকি কম-বেশী করে থাকে। বিনিয়োগকারী কর্মকর্তারা বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাই করার সময় যেসব সিকিউরিটিজ কোম্পানির ব্যবসায়িক ঝুঁকি কম সেসব সিকিউরিটিজ গুলোকে বিবেচনা করবে। ইস্যুকৃত কোম্পানির সিকিউরিটিজের ব্যবসায়িক ঝুঁকি কম হলে মেয়াদান্তে তারা মূল্য পরিশোধ সামর্থ্য রাখে।

৪. **তারল্য ঝুঁকি (Liquidity risk)ঃ** তারল্যের চাহিদা পূরণের জন্য ব্যাংককে প্রায়শই বিনিয়োগকে তারল্যকরণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে সহজে বিনিয়োগকে তারল্যে রূপান্তর করা যায় এমন সিকিউরিটিজ অধিক পছন্দনীয়। যদি সিকিউরিটিকে সহজে তরল সম্পদে পরিণত করা না যায় তবে গ্রাহককে তার প্রাপ্য অর্থ ফেরত দিতে ব্যাংকের অসুবিধা হবে যা

ব্যাংকের সুনাম নষ্ট করবে। তাই একজন বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাকে সিকিউরিটিজের তারল্য ঝুঁকি বিবেচনা করতে হবে।

৫. **মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)ঃ** যদি মুদ্রাস্ফীতি বেশী হয় তবে বিনিয়োগের মেয়াদ বাড়ার সাথে সাথে আসল মূল্য কমে যায়। বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাইয়ের সময় বিনিয়োগ কারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি বিশ্লষণ করতে হয়।

সারসংক্ষেপ :

সুষ্ঠু বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাই করার ওপর ব্যাংকের মুনাফা নির্ভর করে। বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাই করার সময় বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হয়। ঝুঁকি,তারল্য ও মুনাফার কথা মাথায় রেখে বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা পোর্টফোলিও বাছাই করে থাকেন। সিকিউরিটি পোর্টফোলিও বাছাইয়ে কিছু সাধারন উপাদান ও কিছু ঝুঁকি সংক্রান্ত উপাদান থাকে যা বিনিয়োগ কর্মকর্তাকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়। সাধারণ উপাদানসমূহের মধ্যে প্রত্যাশিত প্রতিদানের হার, কর, জামানত, গুণগতমান, মূলধনের পর্যাপ্ততা, বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের পরিমাণ, বাজার জাতকরনযোগ্যতা, মুদ্রা ও মূলধন বাজারের কাঠামো, মোট ঋণের পরিমাণ, আমানতের স্থায়ীত্ব, বৈচিত্র্যকরণ উল্লেখ্যযোগ্য। ঝুঁকি সংক্রান্ত উপাদান সমূহের মধ্যে প্রতিদান হারের ঝুঁকি, পরিশোধজনিত ঝুঁকি, ব্যবসায় ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি ও মুদ্রাস্ফিতি অন্যতম।

পাঠ-৯.৬ বিনিয়োগ কৌশল
Investment Strategies

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বিনিয়োগ করার কৌশলগুলো বলতে পারবেন ;
- বিনিয়োগের লেনদেন সংক্রান্ত কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন ; এবং
- বিনিয়োগের মেয়াদী কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

সাধারনত আয় বাড়ানোর জন্যই বিনিয়োগ করা হয়। তারল্যের চাহিদা পূরণ করাও বিনিয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি ব্যাংককে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করতে হয়। ঋণের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা মোতাবেক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাকে সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন বিনিয়োগ কৌশল অনুসরন করতে হয়। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন কৌশল বিভিন্নভাবে উপকারে আসে। প্রত্যেক কৌশলেরই সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। মুনাফা সর্বাধিকরন ও সম্পদ সর্বাধিকরনের লক্ষ্যকে মাথায় রেখে ব্যাংকের বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাকে এসব কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। বিনিয়োগ কৌশলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) লেনদেন সংক্রান্ত কৌশল (Transaction related strategy)ঃ লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত বিনিয়োগ কৌশল একজন বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অবলম্বন করে। লেনদেন সংক্রান্ত বিনিয়োগ কৌশল দু'রকম হতে পারে। যথাঃ

১. **নিষ্ক্রিয় কৌশল (Inactive strategy)ঃ** নিষ্ক্রিয় কৌশল অনুসারে ব্যাংক বিনিয়োগ করে বিনিয়োগ পোর্টফোলিও এবং বিনিয়োগযোগ্য তহবিল বাছাইয়ের উপাদান সমূহ বিবেচনা করার পর। এ কৌশলে ব্যাংক ডিবেঞ্চার, বন্ড, ট্রেজারি বিল, শেয়ার ও বন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ করে এবং মেয়াদ পর্যন্ত ধরে রাখে। মেয়াদান্তে ব্যাংক আসলের সাথে সাথে মুনাফাও পায়। এসব বিনিয়োগ তারল্য সংকটের সময় মেয়াদের পূর্বে তারল্যকরন করা যেতে পারে।

২. **সক্রিয় কৌশল (Active strategy)ঃ** সক্রিয় কৌশল অনুসারে ব্যাংকের বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা মেয়দান্ত পর্যন্ত ডিবেঞ্চার, বন্ড, ট্রেজারি বিল, শেয়ার নিষ্ক্রিয়ভাবে রেখে দেয় না। বাজারের প্রত্যেক দিনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এ কৌশল নির্ধারণ করা হয়। এ ছাড়াও বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা সুদের হার পরিবর্তনের বিষয়টিও মাথায় রাখে। এ কৌশল অনুসারে মেয়াদের পূর্বে পুরাতন সিকিউরিটি বিক্রয় করে নতুন মুনাফাযোগ্য সিকিউরিটিজ ক্রয় করে। যদি মূলধন বৃদ্ধির কিংবা সুদের হারের অনুকুল পরিবর্তনের উচ্চ সম্ভাবনা থাকে যা সম্ভাব্য মুনাফাকে বৃদ্ধি করবে তখন

এ সক্রিয় কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে। সক্রিয় কৌশলে লেনদেন থেকে ক্ষতির সম্ভাবনাও থেকে যায়। কিন্তু যদি এ কৌশল নিয়মিতভাবে একজন দক্ষ বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা দ্বারা প্রয়োগ করা যায় তাহলে বছর শেষে নিষ্ক্রিয় কৌশলের চেয়ে এ কৌশলে বেশী মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়।

(খ) মেয়াদী কৌশল (Maturity strategy)ঃ ডিবেঞ্চার কিংবা বন্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী মেয়াদান্তে মুনাফা বা সুদ পেয়ে থাকে। বিনিয়োগের পরিমাণ এবং মেয়াদ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ব্যাংকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিনিয়োগ ব্যাংকের ৩য় সারির নিরাপত্তার পাশাপাশি আয় অর্জনে সহায়তা করে। দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। কিন্তু এই ধরনের বিনিয়োগের তারল্য কম। অন্যদিকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগের অধিক তারল্য রয়েছে কিন্তু মুনাফার পরিমাণ এ ক্ষেত্রে কম। মেয়াদের ওপর ভিত্তি করে বিনিয়োগের কৌশল সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. **মই/সম ব্যবধান কৌশল (Ladder/equal space strategy)ঃ** এই কৌশল অনুসারে ব্যাংকের বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা প্রথমে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল এবং বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ করে। তারপর তিনি বিনিয়োগযোগ্য তহবিলকে সর্বোচ্চ মেয়াদ দ্বারা ভাগ করে এবং প্রতি বছর সমান বিনিয়োগ করে। এর ফলে বিনিয়োগকৃত তহবিল হতে বছর শেষে মুনাফা আসে। একই পদ্ধতি অনুসরন করে বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা তহবিল পুন:বিনিয়োগ করে। এর জন্য বিনিয়োগকারী কর্মকর্তার বিশেষ কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না।

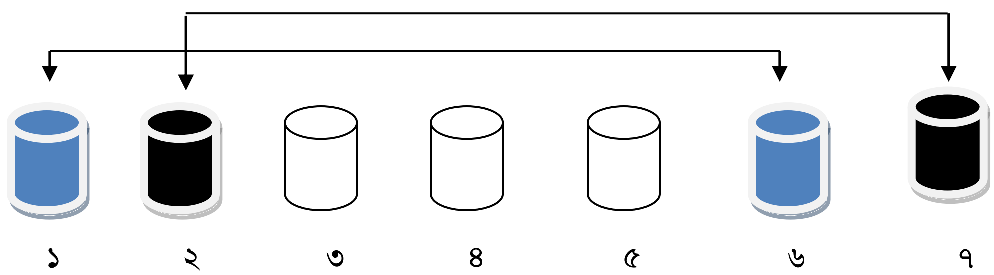

চিত্রঃ মই/সমব্যবধান কৌশল অনুযায়ী বিনিয়োগ পোর্টফোলিও

উপরের চিত্র অনুযায়ী প্রথমে বিনিয়োগকে ৫ বছরে ভাগ করা হয়। পরবর্তীকালে ১ম বছর শেষে প্রাপ্ত মুনাফা ৬ষ্ঠ বছরে ও ২য় বছর শেষে প্রাপ্ত মুনাফা ৭ম বছরে পুন:বিনিয়োগ করা হবে।

২. **ফ্রন্ট এন্ড লোড মেয়াদী কৌশল (Front end load maturity strategy)ঃ** এ কৌশল অনুসারে বিনিয়োগকে স্বল্প মেয়াদের জন্য করা হয়। এ বিনিয়োগ কৌশলের প্রধান উদ্দেশ্য হলো তারল্যের চাহিদা পূরণ এবং পরবর্তীকালে মুনাফা অর্জন। এ কৌশল অবলম্বন করে মুদ্রাস্ফীতিজনিত ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।

৩. **ব্যাক এন্ড লোড মোয়াদী কৌশল (Back end load maturity strategy)ঃ** যখন স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই তখন এ কৌশল প্রয়োগ করা হয়। মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করার জন্য বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা এ কৌশল অবলম্বন করে। বিভিন্ন মেয়াদের বিনিয়োগ করে এ কৌশল ঝুঁকি হ্রাসের চেষ্টা করে। এ কৌশল অবলম্বন করে ব্যাংক সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারে।

৪. **বারবেল কৌশল (Barbell Strategy)ঃ** এ কৌশল অনুসারে বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা তারল্য এবং মুনাফা অর্জনের ওপর ভিত্তি করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের অর্ধেক অংশ স্বল্পমেয়াদী সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করে তারল্যের চাহিদা পূরণের জন্য এবং বাকী অর্ধেক মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করার জন্য।

৫. **প্রত্যাশিত হারের কৌশল (The rate of expectation strategy)ঃ** যেসব বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা সক্রিয় লেনদেন বিশ্বাস করে তারা এ কৌশল অবলম্বন করে। এ কৌশলে বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা সুদের হারের ওঠানামা বিবেচনা করে স্বল্প/মধ্য/দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ করে এবং মেয়াদ পরিবর্তন করে উচ্চ মুনাফা অর্জন করতে চায়।

সারসংক্ষেপ :

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করতে হয়। বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা মূলধনের বিষয়টি মাথায় রেখে বিভিন্ন বিনিয়োগ কৌশল অনুসরন করে থাকেন। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন কৌশল বিভিন্নভাবে উপকারে আসে। বিনিয়োগের কৌশলের লেনদেন সংক্রান্ত কৌশলের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় কিংবা সক্রিয় কৌশল বিনিয়োগকারী কর্মকর্তাকে অনুসরন করতে হয়। বিনিয়োগের মেয়াদী কৌশলের ক্ষেত্রে মই/সম ব্যবধান কৌশল, ফ্রন্ট এন্ড লোড, ব্যাংক এন্ড লোভ, বারবেল কৌশল এবং প্রত্যাশিত হারের কৌশলের যে কোন একটি কৌশল বিনিয়োগকারী কর্মকর্তা অনুসরন করতে পারেন।

রেফারেন্স বইসমূহ

- Timothy W. Koch, S. Scott MacDonald, Bank Management, South-Western Cenage Learning, USA
- Peter S. Rose, Commercial Bank Management, Irwin/McGraw-Hill,USA.
- Paul F.Jessup, Bank Management, Holt, Rinehart & Winston, 1969.
- Dr. A R Khan, Bank Management: A Fund Emphasis, Brother’s Publications.

ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

১. সিকিউরিটি বিনিয়োগের উৎপত্তি বা আবির্ভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. কোন সময় থেকে এবং কী কারণে সিকিউরিটি বিনিয়োগ জনপ্রিয় হতে শুরু করে তা বর্ণনা করুন।

৩. ব্যাংক বিনিয়োগ কী?

৪. “ব্যাংক বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ব্যাংক অর্থ উপার্জন বা মূলধনের বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়” স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৫. ব্যাংক বিনিয়োগের উদ্দেশ্য সমূহ আলোচনা করুন।

৬. ব্যাংক বিনিয়োগ শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদ সর্বাধিকরন লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা পক্ষে/বিপক্ষে যুক্তি দিন।

৭. ব্যাংক বিনিয়োগ নীতি কি?

৮. মৌখিক বিনিয়োগ নীতির চেয়ে লিখিত বিনিয়োগ নীতি কেন উত্তম? কারণগুলো উল্লেখ করুন।

৯. একটি কার্যকর বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন করার জন্য কী কী উপাদান বিবেচনা করতে হয়? ব্যাখ্যা করুন।

১০.বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাই করার প্রয়োজনীতা বর্ণনা করুন।

১১.বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাইয়ের সাধারণ উপাদান সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

১২.বিনিয়োগ পোর্টফোলিও বাছাইয়ের ঝুঁকি সংক্রান্ত উপাদান সমূহ বর্ণনা করুন।

১৩. বিনিয়োগের সক্রিয় কৌশল বলতে আপনি কী বুঝেন?

১৪.“মই/সম ব্যবধান কৌশলে বিনিয়োগকারী কর্মকর্তার বিশেষ কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না ” চিত্রসহ স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

১৫. বিনিয়োগের ফ্রন্ট এন্ড লোড মেয়াদী ও ব্যাক এন্ড লোড মেয়াদী কৌশলের মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

১৬. বারবেল কৌশল কী?